গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ৭টি গ্রেডে
ন্যূনতম মজুরি ঘোষিত হয়েছে
সর্বনিম্ন গ্রেডের ন্যূনতম
মজুরি ১৬৬২.৫০ টাকা

আপনি তা পাচ্ছেন কি ?

BILS

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স
BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES - BILS

www.bils-bd.org

গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ৭টি গ্রেডে মজুরি ঘোষিত হয়েছে। আপনি গ্রেড অনুযায়ী মজুরি পাচ্ছেন কি?

গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ১৬৬২.৫০ টাকা। আপনি যদি ৭ম গ্রেডে সদ্য কাজে যোগ দেওয়া একজন শ্রমিক হন তাহলে এ মজুরি আপনার আইনগত পাওনা।

গত ১৯ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে সরকার গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করে নতুন মজুরি কাঠামোর গেজেট (এস, আর, ও নং ৩০১-আইন/২০০৬/শ্রকম/শা-৬/নিঃমঃবোর্ড-১/২০০৬) প্রকাশ করে। শ্রমিকদের পদবী, কাজের ধারা ও প্রকৃতি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে ৭ (সাত) টি গ্রেড নির্ধারণ করে এ কাঠামো ঘোষিত হয়। এছাড়া গার্মেন্টস শিল্পে কর্মচারীদের জন্য ৪ (চার) টি গ্রেডে মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। ২২ অক্টোবর ২০০৬ তারিখ হতে এ নতুন মজুরি কাঠামো কার্যকর করা হয়েছে।

নতুন মজুরি কাঠামোর এই ঘোষণা শ্রমিকের রক্তঝরা আন্দোলনের ফসল

শ্রমিকের জন্য ঘোষিত মজুরি কাঠামো				
শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	মাসিক মূল মজুরি	মাসিক বাড়ি ভাড়া মূল মজুরির ৩০%	মাসিক চিকিৎসা ভাতা	সর্বমোট মাসিক মজুরি
গ্রেড-১ ঃ পাটার্ন মাস্টার, চীফ কোয়ালিটি কন্ট্রোলার	৩৮০০.০০	১১৪০.০০	২০০.০০	৫১৪০.০০
গ্রেড-২ ঃ মেকানিক/ইলেকট্রিশিয়ান, কাটিং মাস্টার	২৮০০.০০	৮৪০.০০	২০০.০০	৩৮৪০.০০
গ্রেড-৩ ঃ স্যাম্পল মেশিনিস্ট, মেকানিক সিনিয়র সেলাই মেশিন অপারেটর ও অন্যান্য	১৭৩০.০০	৫১৯.০০	২০০.০০	২৪৪৯.০০
গ্রেড-৪ ঃ সেলাই মেশিন অপারেটর, কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর কাটার ও অন্যান্য	১৫৭৭.০০	৪৭৩.১০	২০০.০০	২২৫০.১০
গ্রেড-৫ ঃ জুনিয়র সেলাই মেশিন অপারেটর, জুনিয়র কাটার, ফোল্ডার (ফিনিশিং সেকশন) ও অন্যান্য	১৪২০.০০	৪২৬.০০	২০০.০০	২০৪৬.০০
গ্রেড-৬ ঃ সাধারণ সেলাই মেশিন / বাটন মেশিন/সাধারণ কাজাই মেশিন অপারেটর ও অন্যান্য	১২৭০.০০	৩৮১.০০	২০০.০০	১৮৫১.০০
গ্রেড-৭ ঃ সহকারী সেলাই মেশিন অপারেটর, সহকারী ড্রাই ওয়াশিংম্যান/ওম্যান, লাইন আয়রনম্যান/লাইন আয়রন ওম্যান ও অন্যান্য	১১২৫.০০	৩৩৭.৫০	২০০.০০	১৬৬২.৫০

শ্রমিকের জন্য ঘোষিত মজুরি কাঠামো				
কর্মচারী পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	মাসিক মূল মজুরি	মাসিক বাড়ি ভাড়া মূল মজুরির ৩০%	মাসিক চিকিৎসা ভাতা	সর্বমোট মাসিক মজুরি
গ্রেড-১ ঃ স্টোর কিপার	২৬০০.০০	৭৮০.০০	২০০.০০	৩৫৮০.০০
গ্রেড-২ ঃ হিসাব সহকারী, স্টোর সহকারী ও অন্যান্য	২০০০.০০	৬০০.০০	২০০.০০	২৮০০.০০
গ্রেড-৩ ঃ টাইপিস্ট, অফিস সহকারী টেলিফোন অপারেটর ও অন্যান্য	১৭৫০.০০	৫১৯.০০	২০০.০০	২৪৪৯.০০
গ্রেড-৪ ঃ পিয়ন, দারোয়ান, চেকার ও অন্যান্য	১২৭০.০০	৩৮১.০০	২০০.০০	১৮৫১.০০

শিক্ষানবিস বা ট্রেইনি হিসেবে যারা কাজে যোগ দেবেন তারা মাসে মোট ১২০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা পাবেন। এ প্রশিক্ষণের সময়কাল হবে সর্বোচ্চ তিন মাস। প্রশিক্ষণ শেষে তারা সংশ্লিষ্ট বিভাগে ৭ নং গ্রেডে সহকারী সেলাই মেশিন অপারেটর (হেলপার) হিসেবে নিযুক্ত হবেন।

গ্রেড অনুযায়ী মজুরি পাওয়া প্রত্যেক শ্রমিকের আইনগত অধিকার
আপনি কোন গ্রেডের শ্রমিক তা জেনে সে অনুযায়ী মজুরি বুঝে নিন

এই মজুরি কত ঘন্টা কাজের জন্য?

- শ্রম আইন অনুযায়ী দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের জন্য এ মজুরি নির্ধারিত।
- তবে একজন শ্রমিক অতিরিক্ত ভাতার বিনিময়ে দিনে ২ (দুই) ঘন্টা করে ওভারটাইম কাজ করতে পারবেন। শ্রমিক রাজি থাকলেই কেবল ওভারটাইম ডিউটি করবেন, তাকে বাধ্য করা যাবে না।
- ওভারটাইমসহ একজন শ্রমিকের সপ্তাহে মোট সর্বোচ্চ কর্মঘন্টা হবে ৬০ ঘন্টা। তবে বছরে গড়ে প্রতি সপ্তাহে ৫৬ ঘন্টার বেশী হবে না। অর্থাৎ শ্রমিক বছরের সকল কর্মদিবসেই ওভারটাইম কাজ করবেন না বা করতে বাধ্য থাকবেন না।
- প্রত্যেক শ্রমিক পূর্ণ মজুরিতে সপ্তাহে ১ (এক) দিন ছুটি এবং বছরে ১০ (দশ) দিন নৈমিত্তিক ছুটি, ১৪ (চৌদ্দ) দিন অসুস্থতা (পীড়া) ছুটি ও ১১ (এগার) দিন উৎসব ছুটি ভোগ করবেন। এছাড়াও পূর্ববর্তী ১২ (বার) মাসে প্রতি ১৮ (আঠার) দিন কাজের জন্য ১ (এক) দিন করে অর্জিত ছুটি পাওয়ার অধিকারী হবেন।

ওভারটাইম ভাতা

ওভারটাইম কাজ করার জন্য মজুরি হবে মূল মজুরির (মহার্ঘ ভাতা এবং এডহক বা অন্তবর্তী মজুরি যদি থাকে তা সহ) সাধারণ হারের দ্বিগুন। সহজ হিসেবে ১ (এক) ঘন্টা ওভারটাইম কাজের জন্য আপনি ২ (দুই) ঘন্টার মজুরি পাবেন। সঠিকভাবে ওভারটাইম ভাতা পেতে তার হিসেব জানা থাকা জরুরী। ওভারটাইম ভাতা নির্ধারণের হিসাব জেনে নিন।

ওভারটাইম নির্ধারণের পদ্ধতি

মাসিক মূল মজুরি ÷ ২৬ কর্মদিবস = ১ দিনের মজুরি

১ দিনের মজুরি ÷ ৮ ঘন্টা = ১ ঘন্টার মজুরি X ২ = প্রতি ঘন্টা ওভারটাইম কাজের মজুরি।

ধরা যাক, আপনি ৭ম গ্রেডের একজন শ্রমিক। আপনার মাসিক মূল মজুরি ১১২৫ টাকা (বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা ছাড়া)। সেক্ষেত্রে আপনার এক দিনের মজুরি হবে ১১২৫ ÷ ২৬ = ৪৩.২৫ টাকা।

প্রতিঘন্টার মজুরি ৪৩.২৫ ÷ ৮ = ৫.৪০ টাকা।

প্রতিঘন্টার ওভার টাইম মজুরি ৫.৪০ X ২ = ১০.৮০ টাকা।

মজুরি পরিশোধ

- মজুরিকাল শেষ হওয়ার পরবর্তী সাত কর্মদিবসের মধ্যেই মজুরি ও ওভারটাইম ভাতা পরিশোধ করতে হবে।
- মজুরিকাল হবে সর্বোচ্চ এক মাস।
- সকল মজুরি কর্মদিবসে পরিশোধ করতে হবে।
- প্রচলিত মুদ্রায় (টাকায়) নগদ অর্থে বা চেকের মাধ্যমে মজুরি পরিশোধ করতে হবে।

নিম্নতম মজুরির গেজেটে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে

- অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বিবেচনায় গ্রেড নির্ধারণ করা হবে।
- মজুরি পরিশোধের আগে গ্রেড অনুযায়ী তা রেজিস্টারভুক্ত করে মজুরি স্লিপ প্রদান করতে হবে।
- ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত কন্ট্রাক্ট শ্রমিকরাও "শ্রমিক" বলে গণ্য হবেন এবং ঠিকাদাররা মালিকের ন্যায় একই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী ঠিকাদার মজুরি পরিশোধ না করলে মালিক নিজে তা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। যা মালিক ঠিকাদারের কাছ থেকে সমন্বয় করবেন।

- ইতোমধ্যে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরির বেশি মজুরি প্রদান করা হয়ে থাকলে তা কমানো যাবে না।
- মালিকপক্ষ ইচ্ছা করলে কোন শ্রমিককে অধিক হারে মজুরি এবং অন্যান্য ভাতা প্রদান করতে পারবেন।
- পিস রেট ভিত্তিক কাজের ক্ষেত্রেও এমন রেট নির্ধারণ করতে হবে যাতে তাদের মাসিক মজুরি ন্যূনতম মজুরির কম না হয়।
- নিম্নতম মজুরি ছাড়া শ্রম আইন ২০০৬ এ শ্রমিকের অন্য যেসব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা রয়েছে তা বলবৎ থাকবে।

নির্ধারিত মজুরি না পেলে ও বে-আইনিভাবে কর্তন হলে করণীয়

- নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন না করলে মালিক বরাবর লিখিত ভাবে অবগত করে তা বাস্তবায়নের দাবি জানাতে হবে। তাতে কাজ না হলে আপনি শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন। তবে এ ধরনের মামলা ঘটনার ছয় মাসের মধ্যে দায়ের করতে হবে।
- শ্রম আইন ২০০৬ এর বিধান খেলাপ করে আপনার মজুরি কর্তন করলে বা কম প্রদান করলে বা মজুরি পরিশোধে বিলম্ব হলে আপনাকে শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে মামলা দায়ের করার আগে মালিক বরাবর লিখিত চিঠিতে মজুরি দাবি করতে হবে। এধরনের মামলা ১ বছরের (বার মাসের) মধ্যে দায়ের করতে হবে। আদালতকে সন্তুষ্ট করে বার মাসের পরেও মামলা দায়ের করা যায়, তবে বার মাসের মধ্যেই মামলা দায়ের করা নিরাপদ।
- মালিকের কাছে মজুরি দাবি করার প্রমাণ সংরক্ষণ করতে হবে।
- আপনি সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিদর্শকের নিকট এ বিষয়ে আবেদন করতে পারেন। পরিদর্শকের কাছে আবেদন করে প্রতিকার না পেলে আদালতে যেতে হবে। কোন কারণে আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম করলে আপনার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।
- এছাড়াও আপনি নিজে মজুরি আদায়ে ব্যর্থ হলে আপনার ইউনিয়ন/ফেডারেশনকে জানাতে পারেন। ইউনিয়ন মজুরি আদায়ের সহযোগিতা করতে পারে।

সংগঠিত হউন-ইউনিয়ন গড়ুন

প্রিয় শ্রমিক বোন ও ভাইয়েরা,

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর উদ্যোগে ২০০৬ এর এপ্রিলে আপনাদের সকল ইউনিয়ন/ফেডারেশনের প্রতিনিধিগণ একসাথে বৈঠক করে দশ দফার একটি একক দাবিনামা প্রণয়ন করেন। ৩০০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি ছিলো তার অন্যতম দাবি। আপনাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গত মে ২০০৬ এ ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারবাহিকতায় গঠিত হয় ন্যূনতম মজুরি বোর্ড। দীর্ঘ আলোচনার পর মজুরি কাঠামো ঘোষিত হয় যাতে ন্যূনতম মজুরি অর্থাৎ সর্বনিম্ন গ্রেডের মজুরি নির্ধারিত হয় ১৬৬২.৫০ টাকা। দাবির তুলনায় এ মজুরি কম হলেও যতটুকু পাওয়া গেছে তা শ্রমিকের হাতে পৌঁছাক এটা এখন সময়ের দাবি। ঘোষিত নতুন মজুরি বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যতে মজুরি বাড়ানোর সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

◆

গ্রেড অনুযায়ী বর্তমান মজুরি বুঝে নিন
ন্যায্য মজুরির সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন

◆

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স
BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES - BILS
(বিল্‌স-ন্যাশনাল ক্যাম্পেইন অন সেফটি নেট ফর ওয়ার্কার্স প্রজেক্ট)
বাড়ি # ২০, রোড # ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ

সহযোগিতায় : মানুষের জন্য

প্রচারে ঃ